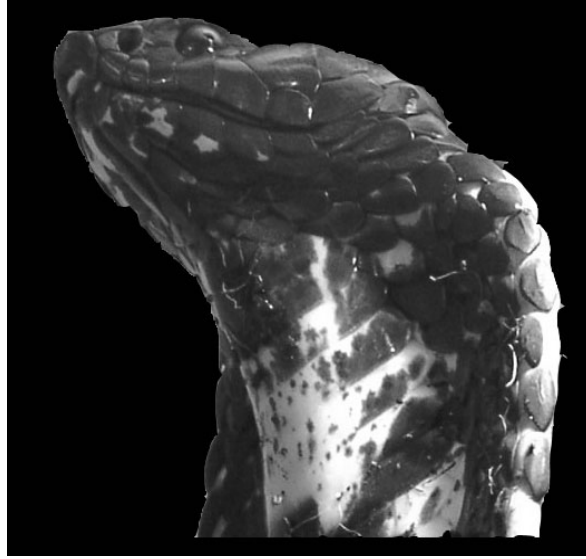


থু থু গোখরোর কবলে

কাজী জহিরুল ইসলাম

আফ্রিকায় থাকি, জঙ্গল দেখবো না ? একদিন এক জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম । সাথে এক মিলিটারি অফিসার । অফিসারের নাম বোয়ি । বোয়ির বাড়ি টোগো । ওদের কাছে আইভরিকোস্ট এক স্বর্গের নাম । এখানকার বন-জঙ্গল হলো স্বর্গের বাগান । আমরা যখন স্বর্গের বাগানে ঢুকি তখন সকাল এগারোটা । ভেতরে ঢুকে মনে হলো সন্ধ্যা সমাগত, রাত্রি আসন্ন । আমরা এখনো গাড়িতে । দু'পাশের উঁচু বৃক্ষসারির জন্য এই অরণ্যপথে সূর্যের আলো পড়ছে না । আমি গাড়ি চালাচ্ছি । বোয়ি বললো, হেডলাইট জ্বালিয়ে দাও । বেলা এগারোটা সময় প্রাডোর হেডলাইট জ্বালিয়ে আমরা অরণ্যদর্শনে বেরিয়েছি ।



লাল মাটির রাস্তায় কঙ্কর বিছানো । গোল গোল মার্বেলের মতো মসৃণ কঙ্কর । খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে । কঙ্করের রাস্তা খুবই বিপদজনক । যে কোন সময় চাকা পিছলে যেতে পারে । যতই সামনে এগুছি, রাস্তা ততই সরু হয়ে আসছে । বোয়ি, আমরা কোথায় যাচ্ছি ? আমার এ প্রশ্নে বোয়ি কোন উত্তর দিলো না । বিষয় কি ? আমরা কি তাহলে কোন বিপদজনক জায়গায় এসে পড়লাম ? অনেকক্ষণ পর বোয়ি মুখ খুললো, মনে হয় গাড়ি ঘোরাতে হবে । আমরা সম্ভবত ভুল পথে এসেছি । সামনে কোন ওয়ে আউট আছে বলে মনে হচ্ছে না । আমি বললাম, আরো খানিকটা যাই । সরু হতে হতে রাস্তাটা একসময় গাড়ির সমান হয়ে গেল । দু'পাশের গাছের ডাল-পালায় ক্রমাগত বাড়ি খাচ্ছে গাড়ি । ইউভিশিল্ড এবং দু'পাশের দরোজায় সবুজ পাতা আর হলুদ ফুলের রঙ । গাড়িটাকে এখন দেখাচ্ছে চিত্রা হরিণের মতো । চিত্রা হরিণ আর এগুতে পারবে না । কারণ সামনে এক সরু নদী । সেই নদীর ওপর একটি কাঠের সেতু । আমরা গাড়ি থেকে নামলাম । আমার গা ছমছম করছে । জনমানবশূন্য এই নির্জন অরণ্যে কোন হিংস্র জন্তু থাকা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু না । বোয়ি বললো, চলো এগিয়ে দেখি সেতু পেরুনো যাবে কি-না ? আমি ওর প্রশ্নটি বুঝেছি কি-না সেইটাই বুঝলাম না । সেতু পেরুনো যাবে কি-না মানে কি ? এই কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে

ও ? আমি গাড়ি ছেড়ে নড়লাম না । মাটিতে পা রেখে গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি । বাঁ হাত দরোজার হাতলে । বিপদ দেখলেই যাতে লাফ দিয়ে গাড়ির ভেতর ঢুকে যেতে পারি ।

দশ মিনিট পর বোয়ি ফিরে এসে জানালো, যাওয়া যাবে । গাড়িতে ওঠো । নদীর ওপারে আরো পনের কিলোমিটার গাড়ি চালালেই আমরা সান-পেদ্রোর বড় রাস্তায় উঠে যাবো । আমি বললাম, মাফ করো বাপ । গাড়ি ঘোরাই, ফিরে চলো । আমার জঙ্গল দেখার সাধ মিটে গেছে । কোন কারণে যদি কাঠের সেতু ভেঙে নিচে পড়ি শুধু জানটাই যাবে না, সাথে মান সম্মান সবই যাবে । এমনিতেই নিরাপত্তা-নির্দেশিকা ভেঙে কাউকে না জানিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছি । সিকিউরিটি বিভাগ জানতে পারলে বিরটি কেলেকারী হবে । বোয়ি, থিক থিক থিক থিক করে পিণ্ডি জ্বালানো একটা হাসি দিয়ে বললো, পাশের সীটে বসো । আমি বললাম, তোমার কি মাথা খারাপ ? আমি কিছুতেই তোমাকে এই নড়বড়ে ব্রিজে গাড়ি তুলতে দেবো না । ও বললো, শোনো, তোমার কোন ভয় নেই । আমার লাইসেন্স পাঞ্চ করে চালাবো । যা হবার আমার হবে । ওর এই অদম্য সাহসের কাছে নিজেকে কাওয়ার্ড লাগছে । ভয়টা লুকিয়ে বললাম, ঠিক আছে । কিন্তু আমি গাড়িতে উঠবো না । তুমি ওপারে পৌছালে তারপর আমি হেঁটে হেঁটে পার হবো । অনুমতিতো ওকে দিলাম । এখন যদি গাড়ি নিয়ে ও নিচে পড়ে, আমি কি দায় এড়াতে পারবো ? তাছাড়া এখন থেকে ফিরেইবা যাবো কি করে ? মনে মনে আল্লাহকে ডাকছি ।

গাড়ি ঠিকই নদী পার হয়ে গেল । আমি হেঁটে হেঁটে ব্রিজ পার হওয়ার সময় দেখি নিচে একদল নারী পুরুষ উদ্যম হয়ে নদীতে স্নান করছে । অধিকাংশই নারী । কেউ কেউ বক্ষ উন্মুক্ত রেখে নির্দিধায় কাপড়-চোপড় ধোওয়া-ধোয়ি করছে । একটা মরা নদী । কোন বেগ নেই, গতি নেই । পানির রঙও কালচে, খুবই নোংরা মনে হলো । সেই নোংরা পানিতেই ওরা স্নান করছে । এই মানুষগুলোকে দেখে অনুমান করছি ধারে-কাছে কোথাও লোকালয় আছে । কিন্তু আরো ছ/সাত কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এসেও রাস্তার আশে-পাশে কোন গ্রামের চিহ্নও চোখে পড়লো না । ব্রিজটা পার হতে পেরে আমার সাহস দশগুন বেড়ে গেছে । বোয়িকে বললাম, গাড়ি থামাও । জঙ্গলটা একটু ঘুরে দেখি । রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেতো আর কিছুই দেখা হলো না । আমরা পথের ওপর গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লাম । বোয়ি ওর উইনিফর্ম খুলে গাড়িতে রাখলো । এখন ওর পরনে হাতা-কাটা একটি হলুদ গেঞ্জি । ডানদিকের জঙ্গল কিছুটা হালকা । দু'জন দুটি কোকের ক্যান হাতে নিয়ে হালকা জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম । কিছুদূর এগুতেই বোয়ি চিৎকার করে উঠলো । কি হলো ? ও বললো, নাজা, নাজা । জনদি গাড়িতে যাও । দুই বোতল পানি নিয়ে এসো । আমি কোনকিছু না বুঝেই ছুটলাম গাড়িতে । দুই বোতল আওয়া নিয়ে এলে ও নিজের বাছটা দেখিয়ে বললো, এখানে ঢালো । আমি ওর বাছতে পুরো দুই বোতল পানি ঢাললাম । তখনো ওর মুখ বিকৃত । আমি বললাম, কি হয়েছে ? ও বললো, নাজা । আমি বললাম, নাজা কি ? ও বলে, থু থু গোখরো । আমরা দু'জনই তখন ওপরে তাকলাম । মাই গড, গাছের ডালে ডালে ঝুলে আছে একদল ভয়ঙ্কর কালো রঙের স্পিটিং কোবরা । এই থু থু হলো কোবরার বিষ । ভাগ্যিস ওর বাছতে পড়েছিল । যদি চোখে পড়তো তাহলে সে অন্ধ হয়ে যেত । থু থু গোখরোর থু থু যদি কারো গায়ে পড়ে আর সেখানে যদি কোন ক্ষত থাকে তাহলে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে । অতি দ্রুত চিকিৎসা না পেলে সে নির্ধাৎ মারা যাবে । বেশ কয়েকজন বাঙালী সৈনিক এই থুথু গোখরোর কবলে পড়েছিল ।

আমরা অতি দ্রুত গাড়িতে উঠে আবিদজানের পথে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২৪ অক্টোবর, ২০০৭

লেখক: কবি, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পেশাজীবী